দ্বন্দ্বে মাতরম্

(হাস্যোৎসব)

শ্রীঅমৃতলাল বসু

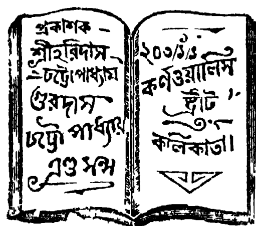
[আর্টথিয়েটার লিমিটেডের তত্ত্বাবধানে ষ্টারে অভিনীত]

প্রথম অভিনয় রজনী—বুধবার ২৪শে কার্ত্তিক, ১৩৩৩

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স

২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

মূল্য ছয় আনা



প্রিণ্টার শ্রীনরেন্দ্রনাথ কোঙার
ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস
২০৩/১/১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা



শ্রীঅমৃতলাল বসু—১৩৩৩

অতিথি-সংবাদ।

আদর-ববেণ্য বাহাদুর !

যে নাম ধরিয়া ডাকিয়া শৈশবে তোমার বাল-সারল্য হৃদয় বগুড়ী-বাড়ীর ভূম্যধিকারী রায় বাহাদুর সুরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ চৌধুরী মহাশয়ের কোল হইতে তুলিয়া আপন কোলে লইয়াছি, আজও সেই নামেই তোমায় সম্বোধন করিলাম।

জগদীশ্বরের অপার অনুগ্রহে গতবর্ষে সঙ্কট পীড়ার আক্রমণ হইতে তুমি মুক্তি পাইলে মনে করিয়াছিলাম যে একদিন তোমাকে কিছু সুপথ্য পাঠাইব, আবার ভাবিলাম যে তোমাদের ঐশ্বর্য্যলব্ধ প্রাচুর্য্যের মধ্যে আমার প্রেরিত সামান্য আহার্য্য কোথায় স্থান পাইবে।

আজ হঠাৎ মনে হইল যে পথ্য তো পাঠাই নাই, আতিথ্য গ্রহণের জন্য আমার শেষবাসের নবজাত শিশু 'দ্বন্দ্বে মাতনম্'টীকে হাতে দিয়া তোমার পাঠশ্রান্ত প্রাণকে একটু পুলকিত করিবার প্রয়াস পাই না কেন।

২১শে কার্ত্তিক
১৩৩১ সাল
কলিকাতা।

নিত্য-হিতকামী-চিত্ত
শ্রীঅমৃতলাল বসু।

পাত্র-পাত্রী

পুরুষ

রাজবাহাদুর, গুরুচরণ ভট্টাচার্য্য, নীরদ, ক্ষীরোদ, প্রকাশ, করালী মামা, শীতল, প্রিয়নাথ, ভবেন, শরৎ, বিমল, রাধানাথ, বিরাজবাবু, জ্যাঠামশাই, জনৈক বৃদ্ধ, খোকা, নাগরিকগণ, যুবকগণ, প্রতিবেশী, ফিরিওয়ালা, ক্যানভাসারগণ ও ভোটোপাসকগণ।

স্ত্রী

সারদাসুন্দরী, গোব্‌রার মা, চমনিয়া, প্রতিবেশিনীগণ, নবীনাগণ, বালকবালিকাগণ, উড়িয়ারমণীগণ, কুমোর-মাসী, ভোটোপাসিকাগণ ও সিদ্ধান্তসুন্দরীগণ।

স্বস্তি-বাচন

(ভোটেশ্বরী দেবীব সম্মুখে উপাসক উপাসিকাগণ)

গীত।

নাবীগণ। তেত্রিশ কোটীব ওপব ঠাকুব তুমি ভোটেশ্বৰী।
নাবদ ঋষিব মানস-কন্যা দন্তে লম্বোদবী॥
আত্ম বন্ধু প্রীতি যথা থাকে গলাগলি,
তোমার দৃষ্টি সৃষ্ট তথা কবে দলাদলি,
মদ না খেয়ে পদেব তবে ঢলাঢলি ঘবাঘবি।

পুরুষগণ। আমবা দলেব পাণ্ডা, মেজাজ ঠাণ্ডা ক'র্‌তে ডাণ্ডা ধরি।
কোথা-ও পাঠাই দৈত্য দানা কোথা-ও পাঠাই পবী॥

নারীগণ। ভোটেতে যে একটা দিন ছোটোব বাড়ে গর্ব্ব,
মুটেব দোবে বাজা লুটে বলে আমি খর্ব্ব,
বিলাত থেকে খেলাৎ ব'লে পর্ব্ব এল শুভঙ্করী।

পুরুষগণ। ভোটে ইষ্ট, নেতা তুষ্ট, দল পুষ্ট কষ্টে কাতবং।
দ্বন্দ্ব গন্ধে অন্ধ তাই বন্ধ 'বন্দে মাতবং'॥

সকলে। ববদে এ বিবোধে পবিয়েছ মা সাদা গবদ,
দ্বেষাদ্বেষীব নাম দে'ছ গো দেশেব দবদ,
পুজে তোমার পদ, ক'বে গুরুবধ, নাম কিনেছি মস্ত মরদ্।
অ-মুসলমান ব'লে পেয়েছি সম্মান, গেছে হিন্দু-পরিচয় ;—
অজাত বলিয়া বিখ্যাত জগতে গাই স্বজাতেব জয়।
শুধু কুড়াইয়া ভোট হ'ব সব লোট্
কোট বজায়ে বব ভিক্ষা করি ;—
সুহৃদ-মর্দ্দিনী, বিরোধ-বর্দ্ধিনী, ব্রিটিশ-তোষিনী দেবী ভয়ঙ্করী॥

দ্বন্দ্বে মাতনম্

বোধন।

কলিকাতা। একটী বস্তী-পল্লী।

নিত্য-প্রত্যক্ষের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এই দৃশ্যে নাট্যোক্ত ব্যক্তি ব্যতী অপব পাত্র-পাত্রীব গমনাগমন ও আঙ্গিক-ক্রিয়াদি দ্বাবা যাথার্থ্য সম্পাদনে চেষ্টা কবা উচিত।

গোব্‌রার মা ঘুঁটে গুনিয়া গুনিয়া ঝুড়িতে ভবিতেছে।

গোব্-মা। নাচ গণ্ডা—নাচ গণ্ডা—ছ'গণ্ডা; ছ' গণ্ডা—ছ'গণ্ডা—সাত গণ্ডা;—সাত গণ্ডা—সাত গণ্ডা—আট গণ্ডা;—আট—আট—

(চমনিয়াব প্রবেশ)

চমনিয়া। এ গোবর কি মাতাবি—এ গোবর কি মাতারি—

গোব্-মা। এই ল'গণ্ডা;—ল'গণ্ডা—ল'গণ্ডা—

চমনিয়া। আঁরে শুস্তি নেহি গোবর্কা মাতারি, [illegible]ৎ ঢুঁড়াৎ—

গোব্-মা। আরে মর আঁটকুড়ী ভুলিয়ে দিলে, আট না ল'গণ্ডা—কি ছাই শুন্নু।

চমনিয়া। আরে কয়ঠো বাবুনে তুহার দর্ওয়াজা'পব খাড়া হোকে তুকে বোলাতে।

গোব্-মা। তোর সাতানির সাতপুরুষকে বোলাচ্ছে বাবুতে; আ মর্ নচ্ছার ছুঁড়ী, আমাদের বন কেটে বাস এ পাড়ায়, কেউ কখন-ও কোনো কুচ্ছু কথা ব'ল্তে পাবে না; আমায় বাবুতে বোলাচ্ছে!

চমনিয়া। আরে চিড়্তে হো কাহে মায়ী? গালি জিন্ দেও; ভালা ভালা বাবু হাওয়াগাড়ীসে উতারকে খাড়ে হ্যায়—

(গোব্রার মা উঠিয়া কোমব বাঁধিয়া)

গোব-মা। তবে রে ছুঁচোর বেটী পাজিনী, আমাদের গয়লার বংশকে বাবু দেখাতে এয়েছিস্? আ মর্ খোট্টানী ভেড়ীওলানী ছোলা-ভাজানী ছাতু-কোটানী, তোর দর্জায় হাওয়াগাড়ী দাঁড়াক্, জুড়ী গাড়ী দাঁড়াক, ময়লাফেলা গাড়ী দাঁড়াক—

চমনিয়া। ভালা! বাঙালীন্কো ভালা বাৎ কহে তো চোটী বান্কে মার্নে ধাওয়ে! বাবুলোক আয়ে ভোট মাঙনেকে লিয়ে; তুহার একঠো ভোট বাটন্—

গোব-মা। কি—কি হ'য়েছে?

চমনিয়া। আরে তুহার এক্ঠো ভোট আছো—ভোট আছো।

গোব্-মা। আ মর্ মাগী! নগদ নগদ ট্যাকা দিয়ে কেনা আমার সব গরু-বাছুর, আর বলে কিনা আমার ঘরে ভোট আছে; যত চোরাই মালের আড্ডা তোব ওই ভুনোওলা মিন্‌সের ঘরে, আমি জানি নি বটে!

চমনিয়া। চোবি কা বাৎ কোন্ কহল্? গোয়ালকা লাইসেনী তুহার নামমে আছো, না মেবি নামমে আছো?

গোব্-মা আমাব গোয়ালেব লাইসিনী আমার নামে থাকবে না তো তোব শ্বাশুড়ীর নামে থাকবে?

(নীরদ ও ক্ষীরোদের প্রবেশ)

নীরদ। এই যে—গোবরবাবুর মা এখানে!

গোব্-মা। (মাথার কাপড় টানিতে চেষ্টা করিয়া) ওমা এ কারা গো! (প্রকাশ্যে) তা বাবা আছে ক'টা গরু বটে, লাইসিনী তো দিই; দুধে জল, তা বাবা এক গলা গঙ্গা-জলে দাঁড়িয়ে ব'লতে পারি—

ক্ষীরোদ। না—না—না,—ও দুধে জল টলের জন্যে আমরা আসি নি। এই খড়-খোলের বাজার চড়া, তা একটু আধ্‌টু কলের জল যদি না দুধে দেবে তো চ'লবে কেন? আমরা আসছি নির্ব্বাণবাবুর তরফ থেকে।

গোব্-মা। না বাপু না, নিবারণবাবু আমার দুধ বন্ধ ক'রে দিয়েছেন।

নীরদ। তা দিন গে। তোমার ভোটটা কিন্তু তাঁ'কে দিতে হবে ; আমরা এসে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাব। তোমার সুখের শরীর, রিক্স চ'ড়্‌তে পার্‌বে না, জুড়ী চাও মোটর চাও যা বল আনবো।

গোবর্-মা। হ্যাঁ বাছারা, আমার কি বাগান যাবার বয়েস আছে! ছিঃ আমায় ঠাট্টা ক'র্ত্তে নেই।

ক্ষীরোদ। ঠাট্টা! সে কি? আপনার মুখ ঠিক আমার ন'পিসিমার মতন ; তা পিসিমা, গোবরবাবুর কাছে-ই আস্‌তুম্—

গোবর্-মা। ও মা, আমার গোবর্‌রা আবার বাবু হ'ল কবে গো? দুধের মস্ত মস্ত টিনের ওই গুলো হ'য়েছে, সে গুলো বাঁকে ক'রে বইতে পারে না তাই একখানা ভাঙা চোরা গাড়ী রেখেছে ; তা'ব'লে বাবু ফাবু ব'লে তা'কে অপমান্যি ক'র্‌বেন না মশাই।

নীরদ। অপমান! আপনি বোধ হয় পরশুকার 'বুকের পাটা' পড়েন নি? গোপ-মাহাত্ম্য ব'লে তা'তে একটা দেড় কলম আর্টিকেল বেরিয়েছে, গোবরবাবুর নাম তিন তিন বার সেখানে উল্লেখ আছে, আমি নিজে লিখেছি। তা' এই কথা রইলো...আপনি তৈরী থাক্‌বেন...লাল নিশেন গাড়ী এইটে মনে রাখ্‌বেন। (চমনিয়ার প্রতি) মক্কা-পোড়ানী ভগ্নি! তোমার স্বামীকো—আদ্‌মীকো—খসম্‌কো—

চমনিয়া। ও নীলুবাবু পাকাড়্ লে গিয়া। পাঁচ পাঁচ বাবু আ কর্ উন্‌কো লে গিয়া ; ও নীলুবাবুকা ওয়াস্তে ভোটাইয়ে গা।

ক্ষীরোদ। তবে সর্ব্বনাশ হোগা। শুনুন গোবরচন্দ্রবাবুর মা, আপনি নির্ব্বাণবাবুকে ভোট দিলে দুধের লাইসেন্স অর্দ্ধেক হ'য়ে যাবে। ফুঁকো দেবার ব্যবস্থা—যা বেদে আছে তা' জার্ম্মাণী থেকে বই

আনিয়ে প্রমাণ ক’বে দেবেন আর কসাইকে গরু বেচ্‌লে যে তোমাদের গাল দেবে তাব মেয়াদ হবে।

চমনিয়া। আবে মেরি দেওব পান বেচতা, উস্‌কো চোর কহল্।

নীবদ। ওই নীলুবাবু ওই নালুবাবু, নীলুবাবুকে ভোট দিলে এখন চোব ব’ল্‌ছে তখন ডাকাত ব’ল্‌বে। আর নির্ব্বাণবাবু একেবারে মাটীর মানুষ! হাজাব খিলি পান তাঁব নিত্যি খরচ। তোমার দেওবেব দোকান থাকৃতে পোলিংএব দিন তিনি কি আর কোথা-ও থেকে পান নেবেন। তবে আমরা চ’ল্‌লুম...ঠিক রইলো সব।

(উভয়েব প্রস্থান)

গোব্-মা। হ্যাঁলা চামানি, এ আবাব কি গেবো? জমীদারের খাজ্‌না আছে, টেক্স-আপিসের ট্যাকা আছে, লাইসিনীর লুটীশ, ইনিশপিক্‌চার বাবুব দুধ দই, তা’র ওপব ভোট ব’লে কি ঘোঁট ক’রে গেল?

চমনিয়া। সবকারকে হুকুম।

গোব্-মা। মিছে নয়! হুকুম—হুকুম—হুকুম—আবার তা’র ওপর ভোটের জুলুম।

(উভয়ের প্রস্থান)

(রাখালবেশী বালকগণের প্রবেশ)

গীত।

হা রে রে রে রে বে বে ওঠরে কানাই।
পোলিং এল চল চল ভোটে যাই ॥
সাজাইব তোবে খদবে আদরে,
বেঁধে দিব চূড়া উড়ানী চাদরে,
ওঠ বে ওঠ রে ওঠ ছোটো ভাই।
ডাকে হাম্বাববে যত হতভম্বা ধেনু,
নাহি শুনে কানু মোটবের বেণু,
ভোটে যেতে নাহি চায়—
ওঠ রে গোপাল, খুলেছে কপাল,
ডাকে শিশুপাল করিবারে চাঁই ॥
হা রে রে রে রে রে উঠে কর কেলি,
ছুটে গোঠে গিয়ে খেলি,
খেলা বই ভোটে আর কিছু নাই ॥

(প্রস্থান)

(তামিজ মিঞা ও কলমদ্দীর প্রবেশ)

কলমদ্দী। আরে কইতে পার তামিজ মিঞা, তুমি তো এংরাজের হউসে দপ্তরীর কাম ক'রে মুরগুলা সফেদ্ ক'রে ফ্যাল্‌ছ; এই যে ভোট ভোট কইছে, এর হদিস্‌টা কি আমায় সম্‌ঝে দিতে পার? হোম্‌রা

চোম্‌রা বাবুগার বাড়ীর জবর জোয়ান্ মরদগুলো নাকে রুমাল না ঠুসে রাস্তা চলে না, আমাকে পায়ে-হাঁটা রাহাগিরের সাথে কথা কয় না, আর তা'রা মস্ত মস্ত গাড়ী-জুড়ী থে' নেমে এই বস্তির বীচে ধোপা নাপিত গয়লা উড়ে মেড়ুয়া সবার নাচে নাচে এই ভোট ক'রে বেড়ায়—এতে ওদের মুনাফাটা কি?

তামিজ। তাম্‌সা রে কলমদ্দি, ও এড্ডা বিলেতী তাম্‌সা! মুই জান্ ছাহেবের মুয়ে শোন্‌ছি, মোগার ঢাহা জিলায় খয়রাতি মিঞা যেমন কুঁক্‌ড়োর নড়ুয়ে হাজার হাজার টাহা খরচ কইরে তাম্‌সা আাহে, ব্যালাতে বড় বড় ছাব্‌রা তেম্‌নি মান্‌ষির বীচে ঐ ভোটের নড়ুই বেঁধিয়ে তাম্‌সা আাহে। তা ব্যাংরাজ সরকার আপনগার জমিদারীতে তানাদের আাশের ছাতা জুতা ফিতা ইসে বামন্‌গর পৈতা লাগাৎ আমদানি কর্‌ছে; বাণ্ডিল খাওয়া, এণ্ডাল খেলা, ঘোরার নাচ্, ম্যামের নাচ্, ডগা মুড়ান মোচ্, বাইস্কোপ সব আম্‌দানি কর্‌ছে, আর ভোটের তাম্‌সাটা আম্‌দানি কর্‌বা না!

কলমদ্দি। মোরা-ও খাজ্‌না দি, টেক্‌স দি, লাইসেন্সী দি, মোগার মোসলমানের ঠাঁই ওনারা ভোট মেঙতে আসে না ক্যানে?

তামিজ। আরে কলমদ্দি, তুই হালা পাঁচ সাঁঝ নেমাজ করিস্ ক্যান্? তুই মুই যে বাদ্‌শার জাত রে হালা বাদ্‌শার জাত! ওই কাফের হাঁদুগুলারে ভুটিয়ে দিয়ে মোরা কি এমান্‌টা খুইয়ে ফ্যাল্‌মু? মোগার মোছলমান মিঞাদের লেগে জুদা বৈঠক বস্‌ছে। জান্ ছাহেবের কাছে শোন্‌ছি হাঁদুগর আর জাত নেই রে জাত নেই! লাট ছা'বের ফিরিস্তি থে' হাঁদু হালাদের নাম-ই বরখাস্ত অইছে। এ মুলুকের মালিক

মোরা মোছলমান, আর ঐ হাঁদুগুলার নাম অইছে 'বে-মোছলমান!' মোগাব মোছলমান বৈঠকের কোনছুলি-ছোলতান অইবার লেগে খারা অইছেন—মৌলবী আতাউল্লা ছা'ব।

কলমদ্দি। কাগ্‌জি সাদেকের পোলা?

তামিজ। আবে হালা, ছাদেক মিঞাছা'ব পুবাণা কাগজ বিগ্রি শিশি বোদল বিগ্রি ক'রে ছাবালেবে র‍্যাংবাজি এলেম শিখিয়ে টেক্স-আপিসের নক্সা আঁকা মৌলবী কব্‌ছে; তা'তে কি খানদানির এজ্জৎ গিইছে?

(ফকিরা প্রভৃতি মুসলমান প্রতিবেশীব প্রবেশ)

ফকিরা। স্যালাম আলেকম্ তামিজ মিঞা; কও কলমদ্দি, বেয়ান ওক্তে কিসেব তক্‌রার লাগিয়েছ, কামে যাবা না?

কলমদ্দি। বাবুদের বয়কট্ কর্‌ছি—বয়কট্ কর্‌ছি; আট্‌টায় হাজির হ্যাব ছয়টায় ছুটী, হ্যাড় রোজা লিখে হ্যাবে, নয়সিকা রোজ তবে কর্ণিক ধর্‌ব—

ফকিরা। এট্টা শলা নিতে আলাম তোমাব ঠাঁই তামিজ মিঞা! বস্তিব মধ্যি মুরুব্বি-সুরুব্বি তুমি তাই তোমারে-ই শুধুতে আলাম্। আতাউল্লোর তরফ থে' তানার বুনুই আস্‌ছিল কাল সাঁজে মোর বিঁড়িব দোকানে, ওই ভোটের কথা কইছিল; তা আমাদের বিচে ঠিক হ'য়েছে তামিজ মিঞা যা এনসাফ্ করবে তাই কর্‌ব। কও, তুমি কারে ভুটুতে বল?

তামিজ। আরে কও কথা, আতাউল্লো ছা'ব থারা রইতে ভুটুতে যাবা কি ওই রসুনসদ্দারের বাই হিমুলমিঞারে? আতাউল্লোদের খানদানিটা মালুম করিস্ কি? ওই যেনারে কাগুজি ছাদেক কই, ওনার পরদাদার পরদাদার খাস্ মোকাম ছ্যাল ইরাণ ছহরে—

কলমদ্দি। ইরাণ সহরটা কোন ত্যাশে চাচা?

ফকিরা। আরে আরব মল্লুকে।

কলমদ্দি। আরব! সে আবার কোন জিলা?

তামিজ। ইমন ব্যাকুব এই কলমদ্দিটা! আরব কনে জানে না! ওরে হালা আর মোরে চাচা কস্‌নে—কস্‌নে; গাজীপুরের পচ্চিমবাগে দে যে সাতক্ষীরে নদীটা গ্যাছে সেহান থে কোশ তিনেক দূরে আরব ছহর; এ আর জানিস্ না?

(ডুগ্‌ডুগি বাজাইতে বাজাইতে ভাল্লুক্‌নাচওয়ালার প্রবেশ; পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছোট ছোট বালকবালিকার দল)

ভা-নাচ্। ভালুক নাচে—ভালুক নাচে—ঠুমুক ঠুমুক—নাচে ভালুক নাচে—ভা—আ—আল্—

১ম-বালিকা। ও ভাল্লুকও'লা দু'টো রোঁয়া দে না!

২য়-বালক। ও ভাল্লুক, হাব্‌লিকে কাম্‌ড়া রে কাম্‌ড়া!

৩য়-বালক। আমাদের বাড়ী আয়না, একটা পয়সা দোবো।

ভা-নাচ্। এক পয়সা মে ভালুক নেহি নাচ্‌তা; চার পয়সা, ভালুক নাচে—ভালুক নাচে—ভা—আ—আল্—

২য়-বালক। ও ভাল্লুকও'লা, তোর ভাল্লুকের কখন জ্বর হবে?

৪র্থ-বালক। ঐ বৈবিগীদের বাড়ী চারুটে পয়সা দেবে; চল্—চল্—

তামিজ। তোবা! তোবা! এ হালার ভাল্লুক কন্‌থে' আল? মোর হাতে তছ্‌বি, আর হালার পো হালা ডগর ডগর বাজা বাজাতে সুরু কল্ল! র' হালা—র' হালা কাফেরের পো, আতাউল্লোছাব সে রোজ মজলিসে ছাফা কইছে যে উনারে ভোট দে' কৌন্‌ছিলের ছোলতান কর্‌লে ইমন একটা আইন জারি করিয়ে স্থাবে ঝা'তে মোছলমান মিঞাদের চল্‌বার জন্যি রাস্তার বিচে একটা জুদা ফুটপাতর বন্‌বে; চল্‌তি চল্‌তি কাফেরের ছোঁয়া স্থাপায় খোদার মোবারকে আউলিয়ার জেন্তের ইমানভরা স্থাহে গ'ল্‌তি না লাগে।

ভা-নাচ্। আরে নাচে ভালুক—নাচে ভালুক—নাচে ভা——আ—আ—ল্—

কলমদ্দি। আরে এ হালা ভাল্লুকওলা মেড়ুয়াবাদী, নইলে আজ গর্দ্দানাটা——

তামিজ। দিন আস্‌বা কলমদ্দি, দিন আস্‌বা! দু'টা রোজ সবুর কর। ফকির বাই ছু একটা বিরি টিরি খাওয়াইবা?

ফকির। তোমার এনায়ৎ—তোমার এনায়ৎ, আইস দোকানে।

(মুসলমানগণের প্রস্থান)

ভাল্লুক-নাচ্ওয়ালাব গীত।

নাচে ভাল্লুক নাচে ভাল্লুক
মেবে মুল্লুক চাঁদ ভাল।
জঙ্লা জানোয়ার বাঙ্লা আয়া
নাচো খেম্টা তাল॥

বালক-বালিকাগণ। জঙ্লা জানোয়াব বাঙ্লা আয়া
নাচো খেম্টা তাল।
নাচে ভাল্লুক নাচে ভাল্লুক
মেবে মুল্লুক চাঁদ ভাল॥

ভাল্লুক-নাচ্ওয়ালা। বাবু নাচে, বিবি নাচে,
নাচে লেড় কাবালা;
বুঢ্ঢা নাচে, বুঢ্ঢি নাচে,
নাচে মিঞা লালা;

বালক-বালিকাগণ। বুঢঢা নাচে, বুঢঢি নাচে,
নাচে মিঞা লালা;
বাবু নাচে, বিবি নাচে,
নাচে লেড় কাবালা;

ভাল্লুক-নাচ্ওয়ালা। ভোট ভোট কব্কে সব কোই নাচে
নাচে ঘাটোয়াল;—
ভোর্সে নাচে পহর বাত
সহর লালে লাল॥

বালক-বালিকাগণ। সহর লালে লাল
সহর লালে লাল।
জঙ্‌লা জানোয়ার বাঙ্‌লা আয়া
নাচো খেম্‌টা তাল।
মেরে মুল্লুক চাঁদ ভাল॥
(সকলের প্রস্থান)

(রাজবাহাদুর ও গুরুচরণ ভট্টাচার্য্যের প্রবেশ)

গুরুচরণ। প্রতি বৎসর-ই মাকে আনয়ন করি, যথা বিহিত পূজা হয়, পাঁচ জন বড় লোকে কিছু কিছু দেন তা'তে-ই কার্য্য সুসম্পন্ন হয়; নইলে আমি গরীব ব্রাহ্মণ কোথায় কি পাব? কর্ত্তা বরাবর পাঁচটী ক'রে টাকা দিতেন—

রাজবাহাদুর। কর্ত্তার অনেক টাকা ছিল; আমার এক বোনের পুতুলের বে দিয়ে-ই পাঁচ ছ' হাজার টাকা খরচ ক'রেছেন,—তাঁ'র কি।

গুরুচরণ। আজ্ঞে আপনি-ও তো দেবতা ব্রাহ্মণে ভক্তি করেন—

রাজবাহাদুর। দেবতা মানি ভক্তি-ও করি, তা ব'লে ব্রাহ্মণকে মান্‌তে যাব কেন? ঠাকুর ও সব জুচ্চুরি আর চ'ল্‌ছে না চ'ল্‌ছে না। দেখুন অনেক কাল আপনারা ফাঁকি দিয়ে খেয়েছেন; উঃ—কি ভয়ঙ্কর জুচ্চুরি বলুন দিকিন আপনাদের, একেবারে জুলুম! শ্রাদ্ধ, সপিণ্ডিকরণ, তা'রপর বছর বছর শ্রাদ্ধ; বাবা ম'রে-ও আপনাদের হাত থেকে নিস্তার নেই; ইংরেজ যে বেণের জাত—সে-ও মরার ওপর ট্যাক্স বসায় না।

গুরুচরণ। এ সব ক্রিয়া কর্ম্ম না হ'লে ব্রাহ্মণের চ'লবে কি ক'রে।

রাজবাহাদুর। তা ফাঁকি দিয়ে খাবেন ব'লে কি পরের ওপর জুলুম? বামুন না হ'লে ঠাকুর পূজো হবে না এ কোথাকার বিধি? আমি যদি কখন-ও বাড়ীতে ঠাকুর আনি তো আমাদের বাড়ীর সরকারকে দিয়ে পূজো করাবো। সংস্কৃত না ব'ল্লে কি ঠাকুর বুঝ্‌তে পারে না?

গুরুচরণ। আজ্ঞে বেদে ব্রাহ্মণের অধিকার—

রাজবাহাদুর। বেদ! বেদের বুঝেছেন কি? বেদ প'ড়েছেন ভাল ক'রে? বেদ তো সেদিনকার লেখা,—অদিতি চক্রবর্ত্তীকে জিগ্‌গেস্ করুন গে'; ফাইলজি তো জানেন না তা বুঝবেন কি? বেদে যা সংস্কৃত আছে তা বিক্রমাদিত্যের ঢের পরে।

গুরুচরণ। আজ্ঞে আপনি যখন ব'ল্‌ছেন—

রাজবাহাদুর। আমি ব'ল্‌ছি কি? একখানা ভন গ্রাফ্‌ বেঞ্জীগালের বই আনান, আনিয়ে দেখুন; আরবদের ভেতর বেদোইন ব'লে একটা জাত ছিল; তা'রা যে গান গেয়ে লুট ক'র্‌তে যেতো সেই গানগুলো জড় ক'রে ব্যাসেৎ ব'লে একজন ইহুদি প্রথম পাব্‌লিশ্‌ করে—

গুরুচরণ। আশ্চর্য্য গবেষণা আপনার।

রাজবাহাদুর। হিষ্ট্রি ফিষ্ট্রি কিছু-ই প'ড়্‌লেন না তাই ব'ল্‌ছেন গবার শোনা। বেদে 'সবিতা' ব'লে একটা কথা আছে তো?

গুরুচরণ। হ্যাঁ, সূর্য্যের আর একটি নাম।

রাজবাহাদুর। সূর্য্য! সূর্য্যি ছেল কোথায়? সিরিয়া থেকে সুরীয় ক্রমে বাঙ্‌লায় সূর্য্যি দাঁড়িয়েছে। ঐ সবিতা রাশিয়ার সোভিয়েট কথা থেকে হ'য়েছে তা জানেন? ও-সব বাম্‌নাই ফাম্‌নাই ছেড়ে দিন।

জাতটাত আর থাক্‌বে কি? বছর পাঁচেকের মধ্যে দেখে নেবেন বিলেত থেকে যত বেকার লোক আছে সব এসে বাঙালীর মেয়ে বিয়ে ক'রে আমাদের সংসারে ঢুকে প'ড়্‌বে। আমাদের উচিত হ'চ্চে এখন থেকে মোছলমানের ঘরে ছেলে মেয়েদের বিয়ে দেওয়া, তা'হ'লে খোঁচাখুঁচির হাত থেকে নিস্তার পাওয়া যাবে; তা না হ'লে একজাত হবার কোন উপায় নেই।

গুরুচরণ। ভাল কথা রাজবাহাদুর! এই যে ভোটের লড়াই চ'ল্‌ছে এর একটা নিষ্পত্তি হ'লে এ হাঙ্গাম টাঙ্গাম গুলো কি মিটে যাবে?

রাজবাহাদুর। নিশ্চয়-ই যাবে। গোটা দুই সোজা কাজ ক'র্‌লে-ই এদ্দিন গোল মিটে যেতো। তা কেউ তো প'ড়্‌বে না শুন্‌বে না, খালি কাউন্সিলে ঢুকে এ ওকে হারাবো এই নিয়ে মত্ত, আর রাহাখরচ বাবদ একটা উপসত্ব!

গুরুচরণ। আপনি-ও কেন ভোটের জন্য দাঁড়ালেন না?

রাজবাহাদুর। দোরে দোরে খোসামোদ ক'র্ত্তে যেতে আমার দায়টা প'ড়েছে! তবে আমি খুব ভাল লোকের কাছে শুনেছি যে যদি ঢোলের ওপর 'ডিউটি' বসে আর পথে যেতে যেতে যে মুসলমান ভ্রাতা যেখানে সর্দ্দি-গর্ম্মি হ'য়ে ঢ'লে পড়ে তা'র সেই খানে-ই গোরের ব্যবস্থা হয়, তা হ'লে কোন গোল-ই থাকে না।

গুরুচরণ। তবে যে শুনেছিলুম চাক্‌রীর ভাগাভাগী নিয়ে একটা কি ঝঞ্ঝাট বেধেছে?

রাজবাহাদুর। বাঁধ্‌বে-ই তো; সব চাক্‌রী ওদের ছেড়ে দিতে হবে,

লেখাপড়া শিখ্‌লে না শিখ্‌লে তা'তে কি এল গেল? ওদেব সঙ্গে পাব্‌বে কেন?

গুরুচরণ। আমি তো এক বিপদে প'ড়েছি। শম্ভুবাবু ডেকে ব'লেছেন যে আমাব যজমানদেব ভোটগুলো যা'তে নীলুবাবু পান তা'র তদ্বির ক'র্‌তে হবে, আবাব ওই বাড়ীব মধ্যে-ই তাঁব-ই ভ্রাতুষ্পুত্তুব অভয় চরণ বলেন, কে একজন নির্ব্বাণ বাবু আছেন তাঁব দলে আস্‌তে।

বাজবাহাদুর। আমাব পবামর্শ শুন্‌বেন?

গুরুচবণ। আজ্ঞে অবশ্য শুন্‌বো; আপনাদের দ্বারা-ই আমরা প্রতিপালিত—

বাজবাহাদুর। এই তো সাম্‌নে আপনাব কালীপুজো, যারা আপনার পুজোয় বেশী প্রণামী দেবে তাদেব দিকে-ই ঝুঁকে প'ড়ুন।

গুরুচরণ। কিন্তু সেটা ধর্ম্মনীতি বিরুদ্ধ হবে না?

বাজবাহাদুর। রাজনীতির সঙ্গে আবার ধর্ম্মনীতি জড়াতে আসছেন কেন? ওই তো বামুনদের দোষ! রাজনীতিতে একটু ঝাঁজনীতি দরকার, ধর্ম্ম ফর্ম্ম এতে ঢোকাতে নেই। এই মোয়াউলী, এ-গুলো কিস্‌কা মোয়া?

মোয়াওয়ালী। ফড়ুই কি হো বাবুজী, পয়সা পয়সা।

বাজবাহাদুর। দু'পয়সামে তিনটে দিতে পারেগা নেই?

মোয়াওয়ালী। নেহি বাবু, গরীব আদমী, চাউলকা দর বড় মাজা হুয়া—

বাজবাহাদুর। দে' দে' বাসী হ্যায় নেহি তো? টাট্‌কা হ্যায়? (দু' পয়সার মোয়া গ্রহণ)

গুরুচরণ। নাতি-নাত্‌নীদের খাওয়াবেন বুঝি ?

রাজবাহাদুর। আঙুর—আঙুর,—বেদানা, পেস্তা, পেলেটীর বাড়ীর কেক্। তারা মুড়ী-মোয়া খাবে ? যত কুশিক্ষা দিচ্ছে বাপ্-মায়ে এ আমি খাব, যতটুকু পেটে যাবে ততটুকু রক্ত।

গুরুচরণ। যথার্থ হিন্দুর বংশে জন্ম আপনার, সাত্ত্বিক আহার ক'র্‌বেন-ই তো।

রাজবাহাদুর। (মোয়া খাইতে খাইতে) তা ভট্‌চায্ সন্ধ্যের সময় একবার যেও—কিছু দোব।

(প্রস্থান)

গুরুচরণ। একটু ক্ষ্যাপাটে ভাব, নইলে রাজবাহাদুর মানুষ মন্দ নয় ; সরল প্রাণ, শরীরে মোটে রাগ নেই। পরামর্শ ভাল-ই দিয়েছেন ; তুমি সদ্দারী ক'র্‌বে, মুড়ুলী ক'র্‌বে, আর—আর আমরা পাঁচজন বাজে খেটে-ই বা মরি কেন ?

(প্রস্থান)

(ক্ষীরোদ ও নীরদের পুনঃপ্রবেশ)

ক্ষীরোদ। গোবিন বাবু কথার মানুষ, যখন ব'লেছেন তখন আমাদের দেবেন-ই।

নীরদ। বুড়ো লোকটা ভাল বটে ; অত অসুখে-ও আমাদের সব আর্গুমেণ্ট বেশ মন দিয়ে শুন্‌লে। ব্যামোটা যেন একটু শক্ত ব'লে মনে হয়।

ক্ষীরোদ। ওই হিক্কেটাতে-ই একটু সন্দেহ হ'চ্ছে ; যা হোক্ ; ডি, এন্, ডস্‌কে নিয়ে আজ সন্ধ্যে বেলা একবার আস্‌তে-ই হবে। দোহাই মা

কালি—দোহাই মা কালি! ওয়ান্ ফর্ পি ফোর এনাস্ তোমার পুজো, এই গোটা দু'তিন দিন গোবিন্ বুড়োকে বাঁচিয়ে রাখ। পোলিংএর পর দিন যা' হয় হবে। (প্রস্থান)

(নবীনাগণের প্রবেশ)

গীত।

আমরা টাট্কা ভালবাসি,
তাজা তাজা গরম গরম টাট্কা ভালবাসি।
না থাক্‌লে চটক, ঝট্কা মেরে
ফেলে দিয়ে ল'ট্‌কে দোবো ফাঁসী॥
'গতকল্য' তৃণ তুল্য, ফুল্ল করে 'অদ্য',
কি সাহিত্য গীতি নৃত্য গল্প কিংবা পদ্য,
চোদ্দ হ'তে হই আবাধ্য পঁচিশ পারে বাসি।
নতুন ব'লে বরের সঙ্গে মিষ্টি সম্বন্ধ,
মায়ের পেটের ভায়ে যেন পুরোণোর গন্ধ,
তাই আনন্দ উট্‌কামণ্ডে, ছি ছি গয়া কাশী॥
তাই পুরোণো পোড়াতে আগুন জ্বেলেছি,
আহা তরুণে তুষিতে কুসুম তুলেছি,
ঘোম্‌টা খুলেছি, লজ্জা ভুলেছি, চলেছি সুখের সায়রে ভাসি;—
সুহাসিনী সুভাষিণী নারী সদা সবুজ-পিয়াসী॥

(বোধনান্তে কিঞ্চিৎ বিরাম)

উৎসবারম্ভ।

সপ্তমী।

অন্তঃপুরস্থ দরদালান।

সারদাসুন্দরীর গীত।

কার পুকুরে ঠাকুরপো গো নাইতে গেল ভাই।
বোঠা'ণ ব'লে টান কি প্রাণে একটুখানি নাই॥
ভাতের থালা সাজিয়ে আমি ব'সে আছি একা,
ভাজের বুকের মাঝে, কি যে বাজে বোঝে না কি ন্যাকা,
তার দাদা রাগ্‌লে, আগ্‌লে আগ্‌লে আমি কত কি বোঝাই॥
(মরি) আমি দিবারাত্তির ক'রে দেওর দেওর,
দেওর চল্লো মোল্লা-পাড়া খুঁজে আন্‌তে মেয়র,
রেয়োর মতন ভোট-ভিখিরী সে যে দোরে দোরে ঘোরে ছাই ;—
বাজ প'ড়ুক্ এই রাজনীতিতে কাজ ক্ষতির কি বালাই॥

(শশব্যস্তে প্রকাশের প্রবেশ)

প্রকাশ। এই যে বোঠা'ণ, ভাত হ'য়েছে না কি ?

সারদা। বেলা কত আকাশ পানে ঠাউরে চেয়ে দেখেছ কি ?

প্রকাশ। তাইতো তাইতো···দাও দাও শিগ্‌গীর দাও—

সারদা। কাপড় চোপড় গুলো ছাড়, মুখে একটু জল দাও।

প্রকাশ। সময় নেই সময় নেই, আবার এখুনি বেরোতে হবে।

সারদা। সময় তোমার কোন দিন কবে থাকে! কোন্ আপিসে কার চাক্‌রিতে ঘোর বল দেখি? সেবার হুজুগে মেতে কলেজ ছেড়ে একেবারে ভবিষ্যৎটা নষ্ট ক'ল্লে, এতে-ও আক্কেল হ'ল না?

প্রকাশ। কি হ'তুম্ উকিল হ'য়ে? কেবল কা'র ঘরে ঝগ্‌ড়া বাঁধ্‌বে, কা'র ভিটে মাটি উচ্ছন্ন যাবে, আর আমার জুড়ীর ওপর মোটর হবে এই ভাবতুম্ বইতো নয়।

সারদা। তা লোকে যদি আপনা-আপনি ঝগ্‌ড়া ক'রে ম'রে ভাগাভাগী ক'র্ত্তে যায় তা'তে তোমার দোষ কি?

প্রকাশ। হ্যাঁ, ১৩৩এর A উকিলের বাড়ী বে, ১৩৩এর B এটর্নির ভাতে ভাসে ঘি, ১৩৩এব C, D, F, ব্যাঙ্ক বইয়ে বোঝাই ব্যারিষ্টারের 'সেফ্'।

সারদা। সারারাত তোমার মেশোর মত পোষ মাসেতে পাখা ঘোরে মুড়ি দিয়ে লেপ। আমি ব'ল্‌ছিলুম কি, যে যাদের জন্ম ঘুরে ঘুরে এই সোণার অঙ্গ—

প্রকাশ। আমার বুঝি আবার সোণার অঙ্গ?

সারদা। সোণা চেনে বেণে গো, সোণা চেনে বেণে! এই অঙ্গ কালি ক'রে ফেল্‌ছো, কাজ চুকে গেলে, পাশ দিয়ে চ'লে গেলে-ও যে তোমায় তারা চিন্‌বে না। বইএর কথা মুখস্থ ক'রে ক'রে তিন তিনটে পাশ ক'ল্লে, নিজের কথা ভোল কেন? জ্যষ্ঠি মাসের মাঝামাঝি, দুকুর বেলা, ট্রামের ভাড়া পর্য্যন্ত ট্যাঁকে ছিল না, ঢাকুরে থেকে পায়ে হেঁটে

চ'লে এসে আক্রান্ত হ'য়ে ঠিক ঐ খানে শুয়ে প'ড়েছিলে ;—আহা ঘেমে খুন—

প্রকাশ। তোমার গুণ, তোমার গুণ বোঠা'ণ কখন-ও ভুলি নি ; সে যত্ন, সে আদর—

সারদা। চুপ কর ; আমার স্তব শোন্‌বার অবসর নেই। দেখা করে নি,—দেখাটা করে নি—মনে প'ড়্‌ছে ? কোনো উপায় করা দূরে থাক্, দুটো সৎ পরামর্শ দেওয়া উদিকে যাক্, একবার সাম্‌নে গিয়ে দাঁড়াবার হুকুম পর্য্যন্ত পাও নি ; আট্‌টার সময় গিয়ে ধন্না দিয়ে দেউড়ীর বেঞ্চির উপর ব'সেছিলে, বেলা ডেড্ডার সময় একজন ডেপুটী-দেশহিতৈষী দয়া ক'রে খবর দিলেন যে হেড্‌-পেট্রিয়ট্ তখন একজন খুলনার মেথরের সঙ্গে কোলাকুলি ক'চ্চেন, যার তার সঙ্গে দেখা কর্‌বার ফুরসৎ নেই !

প্রকাশ। কি জানো, কি জানো বোঠা'ণ পতিত জাতিকে উন্নত—

সারদা। আর উন্নতকে পায়ে থেঁৎলিত।

প্রকাশ। সে কি বোঠা'ণ, তুমি দেশকে ভালবাস না ?

সারদা। বাসি ; কিন্তু আপনার জনের মাথার কেশ মুড়িয়ে দিয়ে যে দেশ-ভালবাসা তা' আমার নেই ভাই ! আমি যে কোণের বউ, দরকার হ'লে আমি-ও তোমার মত জেলে যেতে রাজি আছি যদি তা'তে দশজনের উপকার হয় ; কিন্তু তা ব'লে বেলে-খেলা হ'য়ে আমি ক'র্‌বো পিকেটিং আর তিনি ক'র্‌বেন পকেটিং সে মেয়ে আমি নই।

(পরিধানে লুঙ্গি, গায়ে বাঁ দিকে বন্ধ আঁটা ঝুল কোট, ভয়ানক ঘাড়ছাঁটা চুল, মুখে বিঁড়ি করালীর প্রবেশ)

সারদা। (সভয়ে ঘোম্‌টা টানিয়া) ওমা, বাড়ীর ভেতর মোছলমান কেন গো, বাড়ীর ভেতর মোছলমান কেন ? (অপসরণ)

প্রকাশ। (আস্তিন গুটাইয়া) আরে চুবাচার দুর্ব্বৃত্ত ! আমার শরীরে এখন-ও আর্য্য-শোণিত বহমান—

করালী। আরে, মুই নহি বহমান—সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমান করালী মামা।

প্রকাশ। সর্ব্বনাশ ! বোঠা'ণ তো ভয়ে দৌড় দিয়েছেন। ও বোঠা'ণ—ও বোঠা'ণ, একবার করালী মামার সাজটা ভাল ক'রে দেখে যাও !

(সারদার পুনঃ প্রবেশ)

সারদা। ওমা, ছোট মামা। তা আপনি তো হ্যাট কোট প'র্‌তেন, খাস্‌-নবীশ সাজতে আরম্ভ ক'রেছেন কবে থেকে ?

করালী। বিলিতী কাপড়, বিলিতী খানা, বিলিতী কুম্‌ড়ো, বিলিতী দেশলাই পর্য্যন্ত আর স্পর্শ করি না ; বিলিতী কুকুর ক'টা ছিল তা' পর্য্যন্ত সিল্‌ভেষ্টর সাহেবকে দিয়ে দিয়েছি।

সারদা। তা খদ্দর প'র্‌লে-ই তো প'র্‌তে পারেন।

করালী। মোটরখানা শুধু ছাড়্‌তে পারি নি, খদ্দরের সঙ্গে তা ভদ্দরতায় খাপ্ খায় না, তাই ইস্‌লামকে দিয়েছি সেলাম।

(কতিপয় প্রতিবেশিনীর গান গাহিতে গাহিতে প্রবেশ)

(এই) ভোটের কোঁদল দেখে ইচ্ছে করে গোঁদলপাড়ায় যাই।
শ্বশুর ভাশুর ভাই কি জামাই কারুর কামাই নাই॥
(এই) ভোটের ল্যাঠায় বাপে ব্যাটায় বেঁধেছে লড়াই,
ভায়ে ভায়ে বাক্য বন্ধ দ্বন্দ্বেতে চড়াই,
কি তোমার তেজ, ওগো ইংরেজ, কি বিষের বড়াই ;—
কি পড়া পড়ালে কি বিষে ছড়ালে বাড়ালে কি বাই ;
ক'রে দেশ দেশ বুঝি অবশেষ চির প্রিয়জনে হায় গো হারাই॥

(সকলের প্রস্থান)



অষ্টমী।

গঙ্গাতীর। শ্মশানেশ্বরের ঘাট, রাস্তা; পশ্চাতে
গঙ্গার ঘাটে স্নানপূজাদি নিরত নরনারীগণ।
"বোধন-দৃশ্যের" ন্যায় এই স্থলেও স্থানকালোপযোগী ব্যবস্থা করা শ্রেয়ঃ।

গুরুচরণ। শ্বেতবস্ত্র পরিধানাং মুক্তামণি বিভূষিতাম্।
তেতো ধ্যায়েৎ সুরূপাঙ্ক চন্দ্রাযুত সমপ্রভাম্॥

প্রথমা স্ত্রী। (শিবের শিরে ফুল দিতে দিতে) নমঃ শিবায় নমঃ শিবায় ধ্যান্‌নেত্যং ময়েশং রজত গিরিণি বং—হ্যাঁ ভচ্চাযি্য মশাই, মহাদেব যে ধেই ধেই ক'রে নেত্য করেন তা যাত্রায় দেখেছি, কিন্তু তাঁর কি আবার গিরিণীর ব্যামো-ও ছেল?

গুরুচরণ। শরীরং ব্যাধি মন্দিরং। যখন শিবের একটা শরীর ছিল তখন ব্যামো স্যামো অবশ্য-ই ছিল।

দ্বিতীয়া স্ত্রী। ব্যামোর কথা ব'লো না বাবা ঠাকুর, ব্যামোর কথা ব'লো না; আমাদের ঐ একটুখানি গলির মধ্যে একখানা বাড়ী ফাঁক পড়ে নি; কে কার মুখে জল দেয় তার ঠিক নেই; দমবন্ধ হয় আর পা দু'খানা ভারী হ'য়ে ওঠে—

গুরুচরণ। হ্যাঁ ভারী হ'য়ে ওঠে ব'লে-ই শাস্ত্রে ওর নাম হ'চ্ছে বেড়া; তা ইংরিজীতে 'ড'য়ে শূন্য "ড়" নেই ব'লে সাহেবরা ওকে বেরী বেরী বলে!

প্রথমা স্ত্রী। এ পোড়া নতুন ব্যামো এল কোত্থেকে?

গুরুচরণ। নতুন সামগ্রী আজকাল আর কোথা থেকে আম্‌দানি হ'চ্চে?—সব-ই বিলাত থেকে।

প্রথমা স্ত্রী। আ মর্ গতর খেগোবা! নিজের দেশ থেকে ধুতি আনাচ্চিস্, শাড়ী আনাচ্চিস্, চুড়ী আনাচ্চিস্; বোতলেব জল, রাজ্যির কল সব আনাচ্চিস্, তা'র ওপব আবার বোগের আমদানী ক'র্ত্তে সুরু ক'র্লি কেন? একবার সেই, তখন আমার বে বুঝি হয় নি, আনিয়েছিল কি না ডেঙো, আবার সেবাব আনালে 'পেলেক্' আর এবার ও যে কি ব'ল্লে কি?

গুরুচরণ। বেরী বেরী।

দ্বিতীয়া স্ত্রী। (তৃতীয়াকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া) কি গো ন' গিন্নী, আজ যে তোমার দেরী?

তৃতীয়া স্ত্রী। নাতিব দৌবাত্মি দিদি, নাতিব দৌরাত্মি; ছোঁড়া কাল সমস্ত রাত খায় নি ঘুমোয় নি; একবাব ঘর থেকে বেরিয়ে রকে এসে দাঁড়ায়, একবার বা হুড়হুড়্ ক'বে গিয়ে সিঁড়ি দে' উঠে আল্‌সেয় পা ঝুলিয়ে বসে, আর ভোট না মোট কি ব'লে বিড় বিড় ক'রে বকে। আমি কি ছাই রাতে ভাল ক'রে শুন্‌তে পাই, মনে ক'র্‌লুম্ বুঝি নোট ফোট কি হারিয়েছে; তা ব'ল্লে 'আমি এত ক'রে চার চার্‌টে নোট ভাঙালুম্ আর ঘরের শত্রু দাদা কিনা গিয়ে কেড়ে নিলে! কর্ত্তাকে গিয়ে কত ব'ক্‌লুম্, ব'ল্‌লুম্ "হ্যাঁ গা ছেলেমানুষ ক'খানা নোট ভাঙিয়েছিল তা তা'র ওপর তোমার লোভ হ'ল কেন?" তিনি তো হেসে ই খুন, ব'ল্লেন "নোট নয় গিন্নী, ভোট ভোট।" তখন বুঝলুম্ একটা কিছু খেলার জিনিস, তারপর—

গুরুচরণ। খেলা নয় দত্ত-গিন্নী খেলা নয়, 'পেলেগ' 'বেরিবেরী'র মতন ও একটা বিলিতী রোগ; এ-দেশের লোককে যেমন ভূতে পায়, বিলেতের লোক্‌কে তেমনি ভোটে পায়; ইংরিজী পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ও ব্যাধিটা-ও এ-দেশে প্রবেশ ক'রেছে। যেমন শীতলার অনুগ্রহ পাঁচ বৎসর অন্তর বৃদ্ধি পায় তেমন ভোটেশ্বরীর কৃপা বাড়ে তিন তিন বৎসর বাদে। রোগের একবার প্রতাপটা বোঝ মায়েরা! অত আদরের নাতি, যাদের সাতবার খাইয়ে ও বুড়ো ঠাকুরদাদাগুনোর আশ মেটে না, এই ভোটের রঙ্গে তারি সঙ্গে দাঙ্গা!

কুমোর-মাসী। (অগ্রসর হইয়া) সেই খোট্টানী মাগী বেশ টাট্‌কা টাট্‌কা ন'টের গোড়া এনেছে দেখে এইছি, তাই তাড়াতাড়ি জপ্‌টা সেরে নিচ্ছিলুম, তবে তোমাদের সব কথা কানে যাচ্ছিল। ও ভোট ফোট তোমরা বুঝবে না, আমি ওর সব জানি। নরশু ওই কোথাকার বাবুরা সব দমের গাড়ী চ'ড়ে এসেছিল; আমাদের ওখানে কাত্তিকের খড় জড়ানো হ'চ্ছে কি না—তা দেখ বোন, তারা সত্যি বড় লোক; রং করা, চোক্‌-চম্‌কানো চুলোয় যাক্, সেই খালি খড়ের কাত্তিক একখানা নগদ নাচ টাকার নোট দিয়ে নিয়ে গেল!

প্রথমা স্ত্রী। তা এখনকার ছেলেপুলেরা অনেক কারিকুরী, হাতের কাজ শিখছে; হয়তো বাড়ী গিয়ে মাটী রং-টং দিয়ে আপনারা-ই গ'ড়ে নেবে।

কুমোর-মাসী। না দিদি না, কর্ত্তা জিগ্‌গেসেছিল, তারা ব'ল্লে ঐ মুরৎ নিয়ে মোচ্ছবের দিন মেড়া-পোড়া ক'র্‌বে।

গুরুচরণ। মোচ্ছব কিসের?

কুমোর-মাসী। ভোটের মোচ্ছব বাবা, ভোটের মোচ্ছব! তাইতো বামুন দিদিকে ব'লছিলুম, তুমি বুঝ্‌বে না, আমি ওর সব জানি। "স্বদেশ" ব'লে কোথায় কি এক ঠাকুর উঠেছে, অনেক ইংরিজী-পড়া বাবু তা'র ভক্ত হ'য়েছে।

গুরুচরণ। ওঃ প্রণিধান ক'রেছি, প্রণিধান ক'রেছি। রাজবাহাদুরের কাছে শুনেছি যে বেলাতে এই ভোটের দলাদলিতে এ ওর মূরৎ গ'ড়ে পরস্পরের মুখে আগুন দেয়।

দ্বিতীয়া স্ত্রী। ওমা কি জ্বালা! পূজো আচ্ছা ক'র্‌বি ভক্তি ক'র্‌বি, তা' না মুখে আগুন দেওয়া-দেয়ি কেন?

কুমোর-মাসী। ওমা, ওরা সব শাস্তর-পড়া বাবু, সব জানে সব জানে; ওরা যে সেই স্বদেশকে উদ্ধার ক'র্‌বে,—মুখে আগুন না দিলে কি গতি হয়·· আগে মুখে আগুন তারপর ছরাদ শেষে গয়ায় পিণ্ডি, তবে তো উদ্ধার! (কয়টী নাগরিকার প্রতি) অ-বাছা, তোমরা যে একেবারে গা ঘেঁসে চ'ল্‌তে আরম্ভ ক'রেছ, এখানে বামুন-সজ্জনের মেয়েরা পূজো-আচ্ছা ক'র্‌ছে দেখ্‌তে পা'চ্ছ না?

প্রথমা-নাগরিকা। ঠাকুর দেবতা আমরা-ও মানি মা, ঠাকুর দেবতা আমরা-ও মানি! মানুষে নাক সেঁট্‌কায় বটে, কিন্তু ভগবান আমাদের-ও পায়ে ঠেলেন না।

দ্বিতীয়া-নাগরিকা। সে নাক-সিঁট্‌কোনো আর নেই লো হরি, নেই! আমাদের-ও মান্যি বেড়েছে; সব বড় বড় লোক, লেক্‌চার-দেওয়া বাবু-ও আজ ক'দিন আমাদের পাড়ায় ঘুর্‌ছেন আর সিঁড়ি ভাঙাভাঙি ক'চ্ছেন;—এবার আমাদের ও ভোট হ'য়েছে।

কুমোর-মাসী। ওমা সে কি গো, তোমাদের ভোটের সঙ্গে সব বামুন-কায়েতের ভোটের ছোঁয়াছুঁয়ি হবে!

প্রথমা-নাগরিকা। কেন হবে না মা! আমরা-ও তো মানুষ, আমরা-ও তো টেক্স-খাজনা দিই।

(রাস্তায় ক্ষীরোদ ও নীরদের প্রবেশ)

ক্ষীরোদ। জয় বাবা শ্মশানেশ্বর! জয় বাবা ব্যোম মহাদেব! মা সিদ্ধেশ্বরীর কাছে জোড়া পাঁঠা মেনে এয়েছি, আর তোমায় বাবা পাঁচপো হালুয়া ভোগ দোব, আর তিনটে রূপোর বিল্লি পত্তর! এই যা'রা যা'রা আমায় কথা দিয়ে আম্‌তা আম্‌তা ক'রছে তাদের যেন ঘাড়-মুড় ভেঙে বেরিবেরী হয়, পোলিংএর দিন যেন বিছানা থেকে উঠ্‌তে না পারে। (একজন লোককে দেখিয়া) এই যে শেতলবাবু, চান ক'র্‌তে না কি?—আমাদের কথাটা—

শীতল। গোবিন্‌ বাবুর অবস্থাটা এখন যেন কেমন কেমন বোধ হ'চ্ছে; আপনারা ডাক্তার দেখালেন, শেষ ক'বরেজ—

নীরদ। বত্রিশ টাকা ফি দিয়ে সন্নিপাত সেনকে নিয়ে যাব, ভয় কি?

শীতল। আর মশাই, এখন বাবার চরণামৃত-ই ভরসা,—তাই নিতে এসেছি।

ক্ষীরোদ। বাবা, কটাক্ষে চেও! গোবিনবাবু বড় ভাল লোক, তাঁর কথার নড়চড় নেই; সেদিন হাঁপাতে হাঁপাতে-ও আমাদের অনুরোধ রাখ্‌তে রাজী হ'য়েছেন। নিদেন এই ক'টা দিন বাবা, নিদেন এই

ক'টা দিন,—একটা সই আঁচড়ে দিয়ে তারপর পুণ্যবান লোক, সজ্ঞানে গঙ্গালাভ হয়, সে তো সুখের-ই কথা।

নীরদ। হালুয়া বাড়িয়ে দে' ক্ষীরো, হালুয়া বাড়িয়ে দে',—আলাদা আলাদা পূজোর বন্দোবস্ত কর্; কিছু বায়না-ও না হয় দিয়ে যা'।

(ঘাট-পাণ্ডা অগ্রসর হইয়া)

পাণ্ডা। দু'চার টাকা যা দিব আমার হাতে দিয়, এক্ষণ বাবো দিন আমার পলা অছি; আপনার শত্রুর নাম-গোত্র বল, আমি উল্টা বিল্বপত্র বাবার মস্তকে অর্পণ করব;—সব সুফল হ'ব।

নীরদ। দে'—দে' একটা টাকা এইখানে-ই দে', মার ওখানে-ও ধূনোর সঙ্গে গন্ধক গুঁড়িয়ে দিতে ব'লে এসেছি।

(ক্ষীরোদ কর্তৃক টাকা প্রদান)

ক্ষীরোদ। এখানে একটা ডুব দিয়ে নোব না কি?

নীরদ। না—না—না—না! দেবী হ'লে সে নিতাই রায়টা মামলা ক'র্ত্তে বেরিয়ে যাবে; সেই শালার পায়ে ধ'রে ওইখান থেকে অমনি আহিরীটোলার ঘাটে নেয়ে নেওয়া যাবে।

ক্ষীরোদ। পায়ে ধরার প্যাঁচটা তুই আজ-ও ভাল ক'রে শিখতে পারলি না; আমি যার একবার পায়ে ধরি তা'কে সাতদিন পেট্রোল মালিশ্ ক'র্ত্তে হয়।

নীরদ। কব্জীর জোর ক'মে যাচ্ছে ভাই, কব্জীর জোর ক'মে যাচ্ছে! ক'দিন পেটে ভাত পড়ে নি বল তো?

ক্ষীরোদ। সে তো শুধু তোমার একলার নয়, আমাদের ধ'র্ত্তে গেলে

পাড়াশুদ্ধ লোকের বাড়ী হাঁড়ী চড়ে না। ভুলোর কাকা বুড়ো মিন্‌সে সে-ও নাওয়া-খাওয়া ছেড়েছে। কেন, তোমার জ্যাঠা কি ক'রে বেড়াচ্ছেন ?

নীরদ। উকিলের চিঠি দোব ব'লে দিয়েছি, বাড়ীর মাঝখানে পাঁচিল প'ড়্‌বে ব'লে শাসিয়েছি। যদি আমার ভোট কাড়েন জ্যাঠামশাই। জ্যাঠাইমা আমাদের দিকে; মদনমোহনতলায় অনেক বাড়ীর মেয়েদের ঠিক ক'রেছেন;—বাবা নারী শক্তি! নারী-শক্তি! পুরুষের যুক্তিটুক্তি ওর সঙ্গে চলে না।

ক্ষীরোদ। (প্রিয়নাথ ও ভবেনকে দেখিয়া) আরে কেও, প্রিয়বাবু যে, ভাগ্যি দেখা হ'ল!

প্রিয়নাথ। হ্যাঁ—হ্যাঁ ভারী ব্যস্ত ভাই ভারী ব্যস্ত—

নীরদ। আহা তা তো ব্যস্ত হবে-ই। কিছু পকেটস্থ ক'রেছ না কি, কার দলে গিয়ে দাঁড়িয়েছ ?

প্রিয়নাথ। ও-কথা আমায় কেউ ব'ল্‌তে পারে না। দেখ, Those who live in Glass-house—

ক্ষীরোদ। The cause of a Bottle must espouse. তবে স'রে প'ড়্‌লে যে!

প্রিয়নাথ। কি জানো ব্রাদার,—কি জানো,—ফাদার-ইন্‌ল—অর্থাৎ আমার শ্বশুরমশাই—

ক্ষীরোদ। তোমার শ্বশুর! তিনি তো একজন স্বদেশের কু-সন্তান; বন্যার চাঁদা ব'লে পাঁচশ' টাকা পাঠিয়ে দিলেন কি না মেদিনীপুরের ম্যাজিষ্ট্রেটের হাতে!

নীরদ। যাক্—যাক্, সে তাঁর আর উপায় নেই, চিবকালটা গবর্মেণ্টের চাকরী ক'বে—তিনি তোমায় ইলেক্‌শনের কাজে মিশ্‌তে বারণ ক'রেছেন না কি ?

প্রিয়নাথ। না, বাবণ—ঠিক তা—তা—তা—না ; তবে তিনি—তিনি অনেক জোগাড় ক'বে,—শুন্‌লুম্ না কি আমি একজন সবডেপুটী নমিনেট্ হ'য়েছি।

ক্ষীরোদ। তা' হ'লে তোমার দফা তো একেবাবে সেরে দিয়েছে ! ওঃ দেশের এমনি ক'রে এক একটা লোকের চাকবী জোটে, ওকালতীর পসার জমে, আব এক একটা উদীয়মান 'পেট্রিয়ট্' কমে। ভবেনবাবু উদিকে স'বে দাঁড়িয়ে যে—আমাদেব ছোঁবেন না না কি ?

ভবেন। আজ্ঞে সামান্য ব্যক্তি—সামান্য ব্যক্তি, 'পুওব' কেরাণী, নাম করবার যোগ্য নয়।

ক্ষীরোদ। ই'স্ এত অভিমান !

নীরদ। ও ঠিক ঠিক বুঝেছি, আপনার দাদামশাব শোক-সভার—

ক্ষীরোদ। ওঁব ঠাকুবদাদা ! কবে তাঁব মৃত্যু হ'য়েছে ?

নীরদ। সে অনেক দিন,—তখন ওঁব বয়স বছর দশ-এগারো।

ভবেন। বাবার তেমন অবস্থা ভাল ছিল না,· ···আর শোক-সভা হওয়া-ও তখন চলিত হয় নি...

নীরদ। সেই জন্যে। আর বছব থেকে উনি 'চা-ডিপার্টমেণ্টে'র বড়বাবু হ'য়েছেন কি না, মাইনে-ও দু'শ টাকার ওপর, তাই পিতামহের নামে একটা শোক-সভা—

ক্ষীরোদ। মৃত্যুটা অনেক দিন হ'য়েছে······তা যা'ক্ ; তিনি ক'র্ত্তেন কি ?

নীরদ। সে-কালের টমাসের হাটে নীল ওজন।

ক্ষীরোদ। ওঃ নীল ওজন?

নীলকর বিষধর বিষপোরা মুখ।
অনল-শিখায় ফেলে দিল যত সুখ॥

হ'তে পারে, হ'তে পাবে, আমি ই লেগে 'ইলেক্‌শনের পর সভা ক'রে দোবো। কিন্তু ব্রাদার টু ডজন ভোট,—চব্বিশটা ভোটের ভার ঠিক যদি নিতে পার—

ভবেন। জন সাত আট এই পাড়ার-ই তো আমার হাতে, নইলে তা'দের চাক্‌রীর মাথা খেয়ে দিতে পার; আর বাকী গোটা সতেরো আঠারো —তা—তা—

ক্ষীরোদ। শোকসভা হ'য়েছে, তুমি মনে কব 'আলবার্ট হল' জোগাড়,—সুলোচনা সিংহির কাছ থেকে গান-ও বেঁধে এনেছি। চব্বিশ ভোট শোক সভা—চব্বিশ ভোট শোক-সভা—রেখে দে' তোর 'সাবডেপুটী' —চব্বিশ ভোট শোক-সভা!

(উড়িয়া রমণীগণের নৃত্যগীত করিতে করিতে প্রবেশ)

আম্ভরনাথ কেতো দিন বসা ছাড়ি রাঁধিবাকু যায় না।
বাবু সব কাবু, বুলি বুলি:গলি গলি ঘর ভাত খায় না॥
ভোট সাঁউটী দুয়ার দুয়ার, সুয়ারী বাহিরিছে হজার হজার,
মজার বজারে আজ কেহি খাইবাকু চায় না।

স্বপনা, বিশাড়ী, উচ্ছব, মধা,
গণপতি, দাশরথী, পরশু, পদা,
ঘর বসিকিরি বিড়ি খাউছি,
ছপি ছপি মাইপোকু মুহু চাহুছি,
মু আসুছি যাউছি,
রই রই গুণ্ডপান খাউছি,
ধাঁই কিরি কিরি—
নেউটি নেউটি নেই কিরি দেখুছি অয়না ॥
চড়ি কির মোটরে,
আসল নকল সকল শঠ রে,
কুহ কুহ জয় জয়, ভোট প্রভু বঞ্চি রয় ;—
নাচে ধিনি ধিনি ধিনি যেতে মাইকিনি—
বজা বজা ডঙ্কা, গিনি তের টঙ্কা,
নেবি বয়না, হানি নয়না, হব গয়না—
ঘরে বসি বসি পাউছি ময়না ।

নবমী।

রাজপথ।

(মা'র গীত)

আমার সোনার ছেলে র'য়েছে জেলে কে জানে কি অপরাধে।
তারে আপন ব'লে ক'রতে কোলে কার বল হায় প্রাণ না কাঁদে॥
কিন্তু ভাবি যবে কাবাগার,
বাছার আমার মুক্তিদ্বার,
সৌরভ গৌরব হারে সাজায়েছে সোনার চাঁদে ;—
তখন প্রভুদত্ত এ প্রভুত্ব
(ভাবি) তুচ্ছ মিছে মোহে মত্ত
মহত্বে তার আত্মহারা যশ ঘোষি উচ্চনাদে ;—
সে যে সাধে নিজে গেছে বাঁধা বিদায় দিতে গৃহবাদে॥

(অপসরণ)

(ব্যস্ততার সহিত নাগরিকগণের প্রবেশ)

ক্ষীরোদ। ভাল হ'চ্ছে না কিন্তু জ্যাঠামশাই ভাল হ'চ্ছে না ; এতদিন তো আপনার লোকে প্লাকার্ড ছিঁড়ে ক্ষতি কর্‌বার যথেষ্ট চেষ্টা ক'রেছে, আজ আবার দু'টো ছোঁড়া গিয়ে আমাদের দু'খানা মোটবেব টায়ার ফুটো ক'রে দিয়েছে।

জ্যাঠামশাই। কার মোটরের টায়ার কে ফুটো ক'রেছে তার জন্তে তোর জ্যাঠা দায়ী?

ক্ষীরোদ। ওই বুড়ো, ওই বুড়ো, ও আপনার লোক নয়? ওই ছোঁড়াগুলোকে শিখিয়ে দিলে, আমি নিজে দেখেছি।

বৃদ্ধ। (জরাকম্পিত স্বরে) আমি বাবা বাজার ক'রে আস্‌ছি, আমি কিছু জানি নি।

ক্ষীরোদ। জানো না? ওই ডেঙোব ডাঁটা তুলে নেড়ে চাকার দিকে দেখিয়ে দিলে;—ফোগ্‌লা বুড়ো মাথায় হোগ্‌লা-বন, মনে মনে এত বজ্জাতি!

জ্যাঠামশাই। ছিঃ—ছিঃ—ছিঃ বুড়ো মানুষ—খুড়ো খুড়ো বলি—

নীরদ। অমন বুড়োর মুখে নুড়ো জ্বাল্‌তে হয়।

বৃদ্ধ। তা' জ্বালিস্ ভাই জ্বালিস্;—তখন ছেলেরা ডাক্‌তে গেলে নাতবউ সন্তান-সম্ভবা ব'লে একটা যেন ওজর ক'রিস্ নি। এস শম্ভুবাবু, আমাদের ওই পথ দিয়ে-ই তো যাবে বাবা! এস এস।

(জ্যাঠামশাই ও বৃদ্ধের প্রস্থান)

(প্রকাশের প্রবেশ)

প্রকাশ। বাঃ এখানে দাঁড়িয়ে জটলা হ'চ্ছে বুঝি? খালধারের দিকে আমি চারখানা মোটর পাঠিয়েছি, আবার উমাচরণ বাবুর ছ'খানা সেদিকে কে পাঠালে?

নীরদ। তবে ধীরেন বোধ হয় পাঠিয়েছে, সে তো জানে না তুমি আগে থাক্‌তে বন্দোবস্ত ক'রেছ।

প্রকাশ। জানে না তো নিজে মুড়্‌লী ক'র্‌তে গেল কেন? অর্গানিজেসন নেই, অর্গানিজেসন নেই; বাঙালীর কোন কাজে অর্গানিজেসন নেই, সবাই কর্ত্তা—

ক্ষীরোদ। তাই তো হবে, না হ'লে ডিমোক্রেশী কি?

প্রকাশ। এই রকম ডিমোক্রেশী ক্রমে ডিমনোক্রেশী হ'য়ে দাঁড়ায়।

নীরদ। একটু সাবধানে কথা কবেন প্রকাশ বাবু, বয়সে বছর দু'চ্চারের বড় ব'লে মনে ক'র্‌বেন না যে আমাদের স্বাধীন চিন্তা—ইন্‌ডিপেণ্ডেণ্ট থিংকিং এর বাইট নেই।

একটি বালক। প্রকাশ বাবুর জানা উচিত যে আট বছরের শিশুর-ও বিবেক আছে; তাকে-ও 'টেক্ কেয়ার' বল্‌বার সময় যেন একটু সাবধান হন।

১ম যুবক। চ'লুন চ'লুন, আর মিছে আপনা-আপনি কচ্‌কচিতে কাজ নেই। অদ্বৈত-হোটেলে এক এক কপ্‌ চা আর কিছু ডেভিল খেয়ে একেবারে 'গেট' আগ্‌লে দাঁড়ানো যাক্।

২য় যুবক। এখন আর কতকগুলো খেয়ে পেট ভরিও না; কাল রাত্তিরে কিঙ্কর বাবুর ওখানে তুমি একলা-ই তো দুটো পাঁঠার মুড়ী মেরেছ। বাবা! রসগোল্লার গণ্ডা গণ্ডা শ্রাদ্ধ।

১ম যুবক। পেটে না খেলে কাজ ক'র্‌ব কি ক'রে? বয়লারে ভাল ক'রে ষ্টিম হ'লে তবে তো ইঞ্জিন চ'ল্‌বে।

(প্রস্থানোদ্যত)

(শরতের হাঁফাইতে হাঁফাইতে প্রবেশ)

শরৎ। সর্ব্বনাশ হ'ল সর্ব্বনাশ হ'ল! আগে আমার সঙ্গে এস ;—গোবিন বুড়ো যায় যায়।

কয়েকজন। সেকি? পরশু-ও যে গিরিশ ডাক্তার ব'লেছে অমাবস্তা কেটে গেলে আবার সেই একাদশী ঘেঁসা-ঘেঁসী যা হবার হবে।

শরৎ। নাড়ী নেই নাড়ী নেই শুন্‌লুম্।

প্রকাশ। মিছে কথা। ও হাঁফানীর ব্যামোয় নাড়ী ছাড়ে না। চল— দেখা যাক্। উইল দেখিয়ে ওর দৌত্তুরকে দিয়ে ভোট দেওয়াবো।

(সকলের প্রস্থান)

(বেদনা-কাতর গুরুচরণ ভট্টাচার্য্যকে ধরিয়া দুই তিন জন স্ত্রীলোকের প্রবেশ)

১মা স্ত্রীলোক। আহা হা বেহ্ম নোক, বেরাম্ভন; চোখে কানে দেখ্‌তে পাস্ নি? এই রাত না পোয়াতে-ই মদ খেয়ে ম'রেছিস? একেবারে বামুনের ছেলের ঘাড়ের ওপর প'ড়্‌লি—আহা হা—হাঁটুটায় লেগেছে, না দাদাঠাকুর?

গুরুচরণ। আজ প্রভাতে যেই সদর দোরটা খুলেছি আর সম্মুখে-ই দেখি একাদশী ঘোষাল; তখুনি জানি আজ একটা না একটা বিপদ হবে-ই হবে। এখন এই হাঁটু থেকে রক্তপাত আর দাড়িতে আঘাত এর ওপর দিয়ে-ই কেটে গেলে বাঁচি। আজ শম্ভু বাবুর বরাৎ নিয়ে অন্ন যে জুটবে তার আশা বড় নেই।

২য়া স্ত্রীলোক। কেন বাবা আজকে কোথা-ও ছেরাদ্দ টেরাদ্দ করাতে হবে না কি ?

গুরুচরণ। আজুকে পোল-পার্ব্বণ।

১মা স্ত্রীলোক। এখন-ও কার্ত্তিকপুজো হ'য়ে যায় নি এর মধ্যে পোষ-পার্ব্বণ ?

ফিরিওয়ালার প্রবেশ

ফিরিওয়ালা। মুড়ীরচাক্‌ৎ—ছোলারচাক্‌ৎ—চিড়েরচাক্‌ৎ—

১মা স্ত্রীলোক। ও মুড়ীর চাকৃতিওলা, কখানা ক'রে রে ?

ফিরিওয়ালা। কেতো লেবে ?

১মা স্ত্রীলোক। ওমা! তুই খোট্টা নাকি ? মুড়ীর চাকৃতি-টাকৃতি তো বাঙালীতে-ই বেচতো।

ফিরিওয়ালা। কেনো ? খোট্টার হাতের চাকৃতি কি খাট্টা আছো ? বঙালীকো হাম লোক সব নিকাল দিয়া ; দেখো যাকে তেরি বঙালী ভোট ভোট করকে পাগল ভয়া, আউর হামরা দেশওয়ালী আদমী কাপড়া ফেরিসে মোটভি ঢোলাই করকে পইসা কামাতা। মুড়ীর চাক্‌ৎ—ছোলার চাক্‌ৎ—বড় লেও তো একটো ছোট লেও তো দো দো মিলি।

১মা স্ত্রীলোক। ছ' পয়সায় পাঁচখানা দিবি না ?

ফিরিওয়ালা। লেও ; তেরি হাত বহনি।

১মা স্ত্রীলোক। (পয়সা ভূমিতে রাখিয়া) দেখিস দেখিস ছুঁসনি ; এই গামছার ওপর রাখ।

ফিরিওয়ালা। ভালা! হামরা বানায়া হুয়া খানে আছো—আউর ছুঁব তো মরবো।

১মা স্ত্রীলোক। তোমার রাত্তিরবাস কাপড় বাছা তাই ব'লছিলুম।

ফিরিওয়ালা। মুড়ীর চাক্‌ৎ——ছোলার চাক্‌ৎ——

(প্রস্থান)

২য়া স্ত্রীলোক। তা দাদা ঠাকুর কি আপনি যেতে পাববে, না আমরা এগিয়ে দেবো?

গুরুচরণ। না বাছা আর কদ্দূর এগোবে; আমি ঐ বস্তিটার ভেতর গিয়ে একবার দীনু সরকারকে সঙ্গে ক'রে মুচী কটাকে বিস্তি চড়িয়ে নিয়ে গিয়ে ভুটীয়ে আসি।

(গুরুচরণের প্রস্থান)

২য়া স্ত্রীলোক। সিদ্ধেশ্বরী প্রণাম হ'য়েছে তোমার?

১মা স্ত্রীলোক। তা' আর নিজের মুখে কেমন ক'রে ব'লবো দিদি। এখন ওই রাস-মঞ্চপের সিঁড়িতে ব'সে দু'খানা মুড়ীর চাকৃতি গালে দিয়ে নোবো, তারপর—

২য়া স্ত্রীলোক। একেবারে বাড়ী গিয়ে খেলে হোতো না?

১মা স্ত্রীলোক। ওমা! সে রাবণের পুরীতে নাচ খানি চাকৃতি হাতে ক'রে নিয়ে কার মুখে দোবো? মামাশ্বশুর দু'টী ভাত দেন ব'লে তাতে-ই কত গিন্নির ফরমাস। একবার পিত্তিটা রক্ষে ক'রে দিদি—তা' তুমি-ও তো মদন মোহনের বাড়ী কথা শুনতে আসছ, ওইখানে-ই

আবার দেখা হবে। আজ "গীতের সাধ" ব'লবেন, ভাঙতে বেলা একটা বেজে যাবে।

২য়া স্ত্রীলোক। তা হোক্ বোন, যতক্ষণ বাইরে থাকি ততক্ষণ নিশ্চিন্দি; বাড়ী ঢুকলে-ই তো "পিসিমা ঘটীটা দাওনা" "ঠাকুরঝি বাটীটা ধুয়ে দিতে পারবে?" এই বই আব কিছু তো নয়; তবু দু'টো ধম্ম কম্ম——

(নেপথ্যে বামা কণ্ঠে)

এ-লে-ই-ই ই-ঈ-ঈ-ঈ—

১মা স্ত্রীলোক। ওরে কি বেচছিস্? টাট্‌কা হয় তো দে দেখি দু'খানা।

ফিরিওয়ালী। (প্রবেশ করু) পয়সামে বাবাঠো মিলি।

২য়া স্ত্রীলোক। যোলটা ক'বে দিবি না?

ফিরিওয়ালী। দেখ কেইসা ঘুঁটীয়া—শুখা।

১মা স্ত্রীলোক। ওমা ঘুঁটে! আমি ভেবেছিলুম কোন খাবার জিনিস। আঃ মর মাগী।

(প্রস্থান)

ফিরিওয়ালী। এ-লে-ঈ-ঈ-ঈ—

(প্রস্থান)

(বাউলবেশী বালক বালিকাগণের প্রবেশ)

তার মান বাড়ে কি ভোট পেলে।
গেলে কৌন্সিলে, হিংসিলে কি দংশিলে;—
যার সিংহাসনে রাজার ছাতা, স্বদেশ মাতা
আপনি দেছেন লাল জেলে॥

যার মহত্ব স্বার্থ ত্যাগে,
হৃদকমলে আছে জেগে,
নাম ক'রে তার মেগে মেগে ;—
নামিয়ে নন্দন থেকে তুচ্ছ বন্ধন পাকে দিচ্ছ ফেলে ॥
এ কর্ম্ম ক্ষেত্রে চর্ম্মমাত্র বাজায় নিজের নাম ;
যার ধর্ম্ম আছে মর্ম্ম আছে,
তার পারিজাতে গাঁথা হর্ম্ম্য যথায় দেবের ধাম ;
তার কি মহিমা কতই আরাম ;—
দেখ যে দেখতে জানো (অ ভোলামন যদি দেখতে জানো)
দেখ জ্ঞানের আলো জেলে ॥
যে আপনি উঠে সুযশ লুটে র'য়েছে ফুটে,
কে তুমি কোথাকার কে (অ-ভোলামন)
কোথাকার কে যাও তারে আবার তুলতে ঠেলে ॥

বিজয়া।

(গোবিনবাবুর দ্বিতল বাড়ীর রাস্তার ধারের একতলা ঘর। ঘরের কোণে রাস্তার ধারে রক, ও পাশে পান সোডাদির দোকান। ভিতরে এক ধারে তক্তাপোষ পাতা, মধ্যে একখানি ছোট সাইড্-টেবিল, এক চেয়ার অপর পার্শ্বে একখানি বেঞ্চি। তক্তাপোষের উপর বসিয়া একটী শিশু বর্ণপরিচয় পড়িতেছে, আর গোবিনবাবুর দৌহিত্র বিমল গালে হাত দিয়া বিমর্ষভাবে বসিয়া আছে।)

(বাজার হস্তে একজন প্রতিবেশী)

প্রতিবেশী। (ফুটপাত হইতে) আজ কি রকম ?

বিমল। কই কিছুতে-ই তো কিছু সুবিধা হ'ল না।

প্রতিবেশী। রাত্তিরে একটু ঘুম হ'য়েছিল ?

বিমল। শুতে-ই পাবেন না তো ঘুমুবেন কি।

প্রতিবেশী। পুরাণো ঘিটা—

বিমল। আজ্ঞে হ্যাঁ সে বুকে পিঠে মালিস্ চ'ল্‌ছে, তা'তে-ই যা সোয়াস্তি বোধ করেন। আপনি একবার হাতটা দেখ্‌বেন কি ? তীরস্থ করবার জন্যে—

প্রতিবেশী। তাড়াতাড়ি ক'র না; আমি বাজারটা পৌঁছে একটু বাদে আপিস্ যাবার সময় দেখে যাব এখন, তা'র পর পরামর্শ ক'রে যা হয় করা যাবে।

বিমল। আপনারা-ই মুরুব্বি; আমি যে কি করি—

প্রতিবেশী। না—না বিমল, গোবিন্‌বাবুর যে পুত্র সন্তান হয় নি তা তোমার মত দৌহ্‌ত্তুর পেয়ে সে ক্ষোভ কর্‌বার আর হেতু নাই। তুমি যা ক'ল্লে—

বিমল। আজ্ঞে আপনাদের আশীর্ব্বাদ।

প্রতেবেশী। সকালে খাওয়া আমাদের কেরাণীদের খালি মুখে গুঁজে দেওয়া মাত্র, জান তো; আমি এখুনি আস্‌ছি। প'ড়্‌ছে উটি কে, তোমার ভাই?

বিমল। আজ্ঞে না,—ভাগ্নে। তবে দেখে যাবেন!

প্রতিবেশী। নিশ্চয়!

(প্রস্থান)

(অপর দিক হইতে আপিসের বেশে রাধানাথের প্রবেশ)

বিমল। রাধানাথ বাবু যে, এত সকাল সকাল আজ বেরুচ্ছেন? এত তাড়াতাড়ি—

রাধানাথ। পালাচ্ছি বাবা, পালাচ্ছি। বাড়ীতে দেখ্‌তে পেলে-ই টেনে নিয়ে যাবে তাই ভোরে উঠে দু'গাল মুখে গুঁজে-ই আপিসে দৌড়ুচ্ছি।

বিমল। কে টেনে নিয়ে যাবে?

রাধানাথ। ওই ভোট ভোট, আবার কে? কাল দুপুর রাত্তিরে মশাই ডাকাডাকি ক'রে বিছানা থেকে তুলেছে।

বিমল। যা ব'ল্লেন, এক বিপদের ওপর আর এক বিপদ! আমাদের এই অবস্থা, এর ওপর ও-দল আন্‌ছে ডাক্তার, এ-দল আন্‌ছে কব্‌রেজ! কাল একজন একটা দাড়িওলা লোককে সঙ্গে ক'রে কতকগুলো ব্যাটারী-ট্যাটারী নিয়ে উপস্থিত; বলে ইলেক্‌ট্রিকের জোরে ওঁকে বত্রিশ ঘণ্টা বাঁচিয়ে রাখ্‌ব; দেখুন দিকি মশাই।

রাধানাথ। পাগল হ'য়ে গ্যাছে হে পাগল হ'য়ে গ্যাছে, মাথার ঠিক নেই; নইলে এ-দিকে অনেকে-ই শিষ্ট শান্ত, বেশ বুদ্ধিমান্।

বিমল। আপনি কাঁকে দেবেন?

রাধানাথ। কাউকে নয়, কাউকে নয়। তবে আর তাড়াতাড়ি বাড়ী ছেড়ে পালাচ্ছি কেন? আপিসের জমাদারকে ব'লে রাখ্‌বো যে আমায় কেউ খুঁজ্‌তে গেলে যেন বলে আমি সাহেবের কাছে ছুটী নিয়ে কোথায় গেছি; নইলে সেথায় গিয়ে ধ'র্‌বে।

বিমল। নীলুবাবুকে-ও দেবেন না? তাঁর সঙ্গে তো আপনার—

রাধানাথ। ও নীলুবাবু-ই হোন্ আর ভুলুবাবু ই হোন্, জাত ভাঁড়িয়ে দেশোদ্ধার আমি কারুর জন্যে ক'র্‌তে যেতে পার্‌বো না; পরিচয় দিতে হবে তো আমি অ-মুসলমান্! নীলুবাবুর হ'য়ে যাবে-ই; এ-পাড়ার সকলে-ই ওঁকে ভালবাসেন; বিস্তর লোক ওঁর কাছে উপকৃত। এখন আর দাঁড়াবো না বাবা, ও-বেলা একটু ব'সে যাব।

(প্রস্থান)

(গৃহের পশ্চাৎ হইতে শীতলের প্রবেশ)

বিমল। কি শীতল তুমি নেবে এলে যে ?

শীতল। এই দুধটুকু খাওয়ালুম ; যেন একটু আবল্লির মত এসেছে।

বিমল। তুমি যাও যাও সেখানে একটু বোস গে।

শীতল। ন' দিদি-টিদি সেখানে অনেকে-ই আছেন, ভয় নেই। বদ্যী মশাই বলেন যে গঙ্গার হাওয়া লাগ্‌লে অন্ততঃ অনেকটা সুস্থ হ'তে পারবেন। আমি চট্ ক'রে বাজারটা থেকে আসছি, গোটা কতক আঙুর এনে রাখি।

(প্রস্থান)

বিমল। খোকা সকালে কিছু খেয়েছিস রে ?

খোকা। ক্ষিদে পায় নি।

(বাজবাহাদুরের প্রবেশ)

বিমল। আসুন বাহাদুর। দু'দিন যে দেখি নি ?

বাজবাহাদুর। আলীপুর। পটলটা জোর ক'রে এসে টেনে নিয়ে যায়, কি করি বল ? আজকের খবর কি ?

বিমল। খবর তো—তো—তো—আপনি তো একবার ওপরে যাবেন ?

বাজবাহাদুর। যাবো বই কি। সে বেদানা একটু আধটু খেয়েছিলেন ?

বিমল। হ্যাঁ মাঝে মাঝে রস ক'রে দেওয়া যাচ্ছে। আপনার তো দেওয়ার ত্রুটী নেই ; বেদানা, আঙুর, পাকা আম পর্য্যন্ত তো কোথা

থেকে জোগাড় ক'রে দিয়েছেন ; খেয়ে বড়-ই তৃপ্তি পেলেন বোধ হ'ল। আর কি চমৎকার দুধ আপনার গরুর !

রাজবাহাদুর। ও গরু কি জানো, প্রথমে বশিষ্ঠ ঋষি যখন বেলুচিস্থান থেকে এ-দেশে আসেন তখন সুরভি ব'লে একটা গরু সঙ্গে আনেন ; সুরভি হ'চ্ছে পার্সিয়ান কথা, দেখতে পাও না সোরাবজী টোরাবজী সব পার্শীদের নাম আছে ; তা গরু এ-দেশে ছিল না—

বিমল। এসে শুনছি—আপনি এসেছেন আমি একবার ওপরে খবরটা দিয়ে আসি।

(প্রস্থান)

রাজবাহাদুর। কিগো খোকা কি প'ড়ছ ?

খোকা। ক খ গ ঘ ঙ, চ ছ জ ঝ ঞ—

রাজবাহাদুর। ঞ টা কিসের চিহ্ন বল দেখি ?

খোকা। 'ঞ'তে চাবি।

রাজবাহাদুর। পণ্ডিত ব'লে দেয় নি 'ঞ'টা কিসের চিহ্ন ? কিছু-ই পড় না তা ব'লবে কি ? চম্বোলিতে ১১৫ ফিট মাটীর নীচে থেকে যে একখানা পাথর বেরিয়েছে তা'তে একটা ব্যাং খোদা আছে———

খোকা। ব্যাং আমি দেখেছি। একদিন বৃষ্টির সময় আমাদের উঠোনে থপ্ থপ্ ক'রে লাফাচ্ছিল।

রাজবাহাদুর। ব্যাংটা প্রথম চীনেরা এ-দেশে আনে। চীন কোথায় প'ড়েছ ?

খোকা। চীনের বাদাম।

(বিরাজ বাবুর প্রবেশ)

বিরাজ। কই বিমল কোথা হে ?

রাজবাহাদুর। বিরাজ বাবু যে বসুন। দেখুন আপনাদের এডুকেশন সিষ্টেম কি খারাপ। এই ছেলেটাকে চায়না কোথায় জিজ্ঞেস ক'ত্তে ব'ল্লে কিনা চীনের বাদাম।

বিরাজ। ও হ'চ্ছে হ'চ্ছে, ওসব বন্দোবস্ত ঠিক হ'য়ে আসছে। আমাদের ওখানে যা কিণ্ডার গার্ডেনের বন্দোবস্ত তা'তে ওই চীনের বাদামের ছবি থেকে-ই চায়না আফগানিস্থান ব্রেজিল প্রভৃতি যত বাদাম-ব্রিডিং ডিষ্ট্রিক্ট আছে—

রাজবাহাদুর। ও-সব শিখিয়ে লাভ কি হয় ? হিষ্ট্রিটা ভাল ক'রে শেখান ; আগে নিজে পড়ুন, বেশ ক'রে সব হিষ্ট্রি পড়ুন ; আপনি মনে করেন খুব হিষ্ট্রি জানেন, কিছু-ই জানেন না। অশোকের পিসির নাম কি ব'লুন দেখি ?

বিরাজ। মেয়ে-পূর্ব্বপুরুষটা এখনো জার্ম্মানেরা ঠিক ট্রেস্ করতে পারে নি বটে, কিন্তু অশোকের মাদার-সাইডে যে গ্রীসিয়ান ব্লাড আছে তা ডাক্তার রজার্স অনেক দিন প্রমাণ ক'রেছেন ; আমাদের কলেজে————

রাজবাহাদুর। আপনাদের কলেজ এখন উচ্ছন্নে গিয়েছে।

বিরাজ। ওটা আপনার ভুল আইডিয়া। এখন যদি গিয়ে ছেলেদের একদিন রেসিটেশন শোনেন———

রাজবাহাদুর। ফ্রেঞ্চ পড়ে নি আবার রেসিটেশন ক'রবে কি ?

বিরাজ। আজ্ঞে রেসিটেশন এ-দেশে বরাবর-ই ছিল, আপনি যাই বলুন শুন্‌ব না; চন্দ্রগুপ্তের টাইম থেকে ঈশ্বর গুপ্তের টাইম পর্য্যন্ত——

রাজবাহাদুর। গুপ্তদের হিষ্টি একবার দেখবেন——

(শীতলের প্রবেশ)

শীতল। মশাই একটুখানি আস্তে, কর্ত্তার নিঃশ্বাস নিতে যেন বড় কষ্ট হ'চ্ছে।

রাজবাহাদুর। চট্ ক'রে একটু ভেরাট্রাম খাইয়ে দিন দেখি।

বিরাজ। তাতে কিছু হবে না। আমার খুব ভাল ফিজিওলজি জানা আছে, এই দু'খানা হাত তুলে ওপরে বেশ একটা প্যারালেলোগ্রাম ক'রে যাতে পেক্‌টোরাল মশ্‌ল——

(ক্ষীরোদ নীরদাদির প্রবেশ)

ক্ষীরোদ। কই কোথায় ডেকে আনুন, মোটর রেডী।

বিরাজ। (নোট বই দেখিতে দেখিতে) "কাশীপুর পোল প্রসারিণী সভা ৩৷৹ টে"; "চৈতন্য চাউল সংগ্রহ" ৪৷৷৹ টে; "বালীগঞ্জ ললিত কলা সমিতি ৬টা।"

রাজবাহাদুর। মশাই বাড়ীতে শক্ত ব্যায়রাম, বেশী গোল ক'রবেন না।

নীরদ। আজ্ঞে গোল কিচ্ছু নয়; আমরা বেশ ধরাধরি ক'রে নিয়ে যাব, একটা নাম লিখে বাক্সতে দেওয়া মাত্র; পাঁচ মিনিটের মধ্যে যাব আস্‌ব।

রাজবাহাদুর। কাকে নিয়ে যাবেন—গোবিন বাবুকে? সর্ব্বনাশ! আজকের দিনটা কাটে কিনা সন্দেহ—

প্রকাশ। পৃথিবীর পরপারে যাওয়ার পূর্ব্বে যে দেশের কাজ ক'রে যেতে পারবে তার স্থান—তার স্থান—দেখবেন এই বীরত্বের জন্যে গোবিন বাবুর কি জাঁকালো শোক-সভা হবে।

(বিমলের প্রবেশ)

বিমল। রাজবাহাদুর, সকলে-ই ব'লছে বিলম্ব করা উচিত নয়। এখনো বেশ জ্ঞান আছে—

নীরদ। সকলে শুনে রাখুন জ্ঞান আছে—জ্ঞান আছে—এর পর না কোনো অব্‌জেক্‌শন্ ওঠে।

বিমল। (রাজবাহাদুরের প্রতি) আপনি একটু এ-দিকে আসুন, একটা কথা ব'ল্‌ব। (একান্তে রাজবাহাদুরকে লইয়া কানে কানে কি বলিল)

রাজবাহাদুর। ওঃ তার আবার কি; এখন এই নাও (দশ টাকার নোট প্রদান) বাড়ী গিয়ে আর-ও যা দরকার হবে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

বিমল। আপনি অনেক ক'ল্লেন।

রাজবাহাদুর। আমি-ও তো আর চার বছর বই বাঁচবো না, তখন তোমরা যা হয় ক'র।

বিমল। সে কি মশাই! আপনি থাক্‌লে কত লোকের উপকার।

রাজবাহাদুর। না—না, যাওয়া-ই ভাল, যাওয়া-ই ভাল; ক্রমে ক্রমে ব্লড কি রকম ডিজেনারেট হ'য়ে আস্‌ছে দেখ্‌তে পাচ্ছ না? তোমার

দিদিমা যদি একটী আফ্‌গান স্ত্রীলোক হ'তেন তা' হ'লে গোবিন্দ বাবু কি এত শিগ্‌গীর শিগ্‌গীর—

বিমল। মশাই একটু যদি এখানে ভীড় ছাড়েন ;—আমরা দাদামশাইকে তীরস্থ কর্‌বার উদ্যোগ ক'র্‌ছি—

নীরদ। বেশ তো বেশ তো, তা'তে পরকালের কাজ হবে ; সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ইহকালের—শ'বাজারের মোড় দিয়ে যেতেন, না হয় একটু ঘুরে বাগবাজার ষ্ট্রীট্‌—

ক্ষীরোদ। আমাদের খুব ভাল মোটর, নতুন টায়ার—

রাজবাহাদুর। তোমরা তো দেখ্‌ছি বড় নির্লজ্জ হে, মানুষ মরে—

প্রকাশ। মর্‌বার আগে লোক উইল ক'র্‌তে পারে আর ভোটের 'কাগজ সাইন্‌' ক'র্‌তে পাবে না ?

রাজবাহাদুর। সমুদ্রগুপ্তের টাইম্‌ হ'লে তোমায় শূলে দিত ;—সত্যি কি মিথ্যে কৌটিল্য প'ড়ে দেখ গে'।

ক্ষীরোদ। মোটরে দিব্যি বিছানা ক'রে—

(পত্র পুষ্প শোভিত ছত্রি ডাণ্ডাযুক্ত খাট ; খোল, খত্তাল, রামসিঙে প্রভৃতি লইয়া প্রতিপক্ষদলের প্রবেশ)

প্রতিপক্ষ যুবক। মোটরে ভদ্রলোকের গঙ্গাযাত্রা! দেখ্‌ছেন মশাই, ওদের ভোট দিলে কি হিন্দু-ধর্ম্ম থাক্‌বে ? আমরা এই দেখুন একেবারে খাট সাজিয়ে তৈরী ক'রে এনেছি! বক্সী মশায়ের কাছ থেকে শুনে অবধি 'হরেকৃষ্ণ', 'হরিবোল' সব তিন দিন ধ'রে রিহার্স্যাল দিয়ে রেখেছি। ধর তো হে, ধর তো—

(ক্যানভাসারগণের গীত)

এই শোয়াইয়ে খাটে

লয়ে যাব ঘাটে

ভাল ঘটা ক'রে

সকল ভোটারে

ওরে আসিবে যারা আমাদের দলে ;

হরিবোল, হবিবোল, হরি হরি হরিবোল ব'লে ।

প্রভাতে ছুটেছি ভোটে ব্যাচ্ ব্যাচ্,

ও-বেলা জো-খেলা মাঠে জুটে ম্যাচ্ ;

(সিদ্ধান্ত-সুন্দরীগণের প্রবেশ ও গীত)

সব ভুয়ো সব ভুয়ো ।

ফুটবলেরি মত ভোট, হার জিতের-ই জুয়ো ॥

শূন্য-গর্ভ গোলা,

হাল্কা যেন সোলা,

হাওয়ায় ফুকো, পল্কা-খোলা ফোলা,

বোল্‌বোলা তার বেড়েছে আজ বুঝে সুজে ছুঁয়ো ॥

ফুটবলে দল আছে দুটো দিকে,

তেম্নি জোটে গোঁড়া ভোটের বাতিকে,

কেউ বা বলে বাহবা বাহবা, কেউ জোরে দুয়ো দুয়ো ;...

খেলার শেষে কাট্‌লে নেশা তিন্‌টী বছর শুয়ো ॥